ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৫১২৫

আগরতলা,৭ ফেব্রুয়ারি,২০২৬

রাজ্য সরকার মানুষের দোরগোড়ায় উন্নতমানের চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে : মুখ্যমন্ত্রী

বর্তমান রাজ্য সরকার রাজ্যের মানুষের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে উন্নততর স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আজ আগরতলার সোনারতরী হোটেলে অল ত্রিপুরা অপথালমোলজিক্যাল সোসাইটির ১২তম রাজ্য সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার মানুষের দোরগোড়ায় উন্নতমানের চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে।

মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সাম্প্রতিক অগ্রগতি এবং সরকারের বিভিন্ন জনমুখী উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতালের পাশাপাশি জেলা এবং মহকুমা হাসপাতালগুলিতে পরিকাঠামো উন্নয়ন, ট্রমা সেন্টার স্থাপন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে টেলিমেডিসিন পরিষেবার সম্প্রসারণেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ফলস্বরূপ রাজ্যের মধ্যেই এখন মানুষ উন্নততর এবং সহজলভ্য চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা ও মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার মাধ্যমে প্রচুর মানুষ প্রতিদিন বিনামূল্যের চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছেন। শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। যেসব শিশু জন্মগতভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হচ্ছে তাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা, নিয়মিত স্বাস্থ্য স্ক্রিনিং এবং পুষ্টি কর্মসূচি বিভিন্ন জায়গায় করা হচ্ছে। এরফলে রাজ্যে শিশু মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। তিনি বলেন, এ.জি.এম.সি. ও জিবিপি হাসপাতালে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য বিভাগ, ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লক, টেলিমেডিসিন সংযোগ, কিডনি প্রতিস্থাপন সহ বিভিন্ন আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা চালু করা হয়েছে। রাজ্যে মেডিক্যাল পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের আসন সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে চক্ষু বিশেষজ্ঞদের ভূমিকার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চক্ষু বিশেষজ্ঞগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে মানুষের জীবনে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিচ্ছেন।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ইস্টার্ন ইন্ডিয়া জোনাল অপথালমোলজিক্যাল কংগ্রেসের সভাপতি ডা. জেনিফার ভি. বাসাইয়া মোহিত, ডা. বি. কে. পাল। সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডা. সমীর কুমার দাস। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন ডা. এ. কে. চাকমা। সম্মেলনে ডা. এইচ. কে. চৌধুরী, ডা. এইচ. এন. গোস্বামী, ডা. এম. এস. চ্যাটার্জিকে সোসাইটির পক্ষ থেকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা তাদের হাতে স্মারক উপহার তুলে দেন। মুখ্যমন্ত্রী সহ উপস্থিত অতিথিগণ ১২তম রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকার আবরণ উন্মোচন করেন।

*****